পাক্ষিক

আহ্‌মদী

দশম বর্ষ — দ্বাদশ সংখ্যা

৩০শে মাহে এহসান—১৩১৯ হিঃ, শঃ] — [৩০শে জুন, ১৯৪০ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم
هو الناصر

দোয়া

[কোরান করীম হইতে]

ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا - ج
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين
من قبلنا ج ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ج
واعف عنا - وقفه - واغفر لنا - وقفه - وارحمنا - وقفه
انت مولنا فانصرنا على القوم الكفرين *

হে প্রভো, যদি আমরা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া থাকি অথবা পাপ কার্য্য করিয়া থাকি—তবে তুমি সেজন্য আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিও না। হে প্রভো, আমাদের পূর্ব্বে যে সকল জাতি চলিয়া গিয়াছে তাহাদের উপর যে বোঝা চাপাইয়াছিলে সেরূপ বোঝা আমাদের উপর চাপাইও না। হে আমাদের প্রভো, যে বোঝা বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই তাহা আমাদিগকে বহন করিতে দিও না। আমাদিগকে ক্ষমা কর। আমাদের পাপ মোচন কর এবং পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক, অতএব অবিশ্বাসীদের সহিত সংগ্রামে তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর। (কোরান, ২-২৮৬)

স্মরণ রাখিবেন ! স্মরণ রাখিবেন !!

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের আদেশ

আগামী ১১ই আগষ্ট সর্ব্বত্র তাহরিক-জদীদের সভা করিতে হইবে

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল্‌ মসিহর (আইঃ) আদেশ

(১)

বিনা অনুমতিতে সদর আঞ্জোমনের চাঁদার টাকা আটকাইয়া রাখিবার কোন জামাতের অধিকার নাই

"কোন অবস্থায়ই বিনা অনুমতিতে কেন্দ্রীয় আঞ্জোমনের চাঁদা খরচ করিবার কোন জমাতের পক্ষে 'জায়েজ' নহে। কাজ করিয়া পরে অনুমতি লওয়া শুধু নিয়ম-বিরুদ্ধই নহে, বরং জ্ঞানবিরুদ্ধও বটে ; কেননা, ইহাতে 'নেজাম' বা শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। যদি কোন জমাতকে এরূপ অনুমতি দেওয়া হয়, তবে নিশ্চয়ই এই ব্যাধি অন্যান্য জমাতেও ছড়াইয়া পড়িবে এবং কেন্দ্রীয় আঞ্জোমনের কার্য্যে ভয়ানক ব্যাঘাত ঘটিবে।

সুতরাং সংবাদপত্র দ্বারা ঘোষণা করিয়া দেওয়া হউক যে, অনুমতি প্রাপ্তির আশা করিলেও কেন্দ্রীয় আঞ্জোমনের ফাণ্ড হইতে কোন জমাতের খরচ করিবার অধিকার নাই। যদি কোন আঞ্জোমন ভবিষ্যতে এরূপ করে তবে সেই আঞ্জোমনের 'ওহদা-দার' বা কর্ম্মচারীদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে, এবং দোষ সংশোধন না করা পর্য্যন্ত সেই আঞ্জোমনকে মঞ্জুর করা হইবে না।

(২)

শৈথিল্য পরিহার কর ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে তৎপর হও

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহর (আইঃ) নসিহত ঃ—

"আমি জমাতের 'আফ্‌রাদ' বা ব্যক্তিদিগকেও নসিহত করিতেছি যে, যথায় প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী কার্য্যে শিথিল তথায় জমাতের অন্যান্য ব্যক্তিগণের উচিত যে, তাহারা এই কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করে। খোদাতা'লার কাজ প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারীর সহিত সংবদ্ধ নহে, এবং আল্লাহ্‌তা'লা কেয়ামতের দিন কোন জমাতকে একথা জিজ্ঞাসা করিবেন না যে,—'তোমাদের প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী কেমন ছিল' ? বরং তিনি ব্যক্তি বিশেষকে জিজ্ঞাসা করিবেন—'তুমি কেমন ছিলে' ? যদি কোন স্থানের প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী শিথিল হয় এবং তাহার শৈথিল্যের কারণে জমাতের লোকগণ তাহ্‌রিকে যোগদান না করে, তবে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে (জমাতের লোকদিগকে) মাফ্‌ করিবেন না, বরং বলিবেন,—"তোমাদের প্রত্যেকেই প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী ছিলে, এবং তোমাদের কর্ত্তব্য ছিল যে, কোন প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী শিথিল হইয়া পড়িলে তাহার স্থলে তোমরা নিজেরাই কাজ কর।"

"দোয়া কর! দোয়া কর!! দোয়া কর!!!"

পূর্ব্ব হইতে প্রদত্ত ঐশী জ্ঞান ও যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ র (আইঃ) ২১শে জুন তারিখের জোমার খোৎবার সারমর্ম্ম

অনুবাদক—মৌলবী মোজাফ্‌ফর উদ্দিন চৌধুরী, বি-এ,

সুরাহ্‌ ফাতেহা পাঠ করিবার পর হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ (আইঃ) জোমার খোৎবার প্রারম্ভে রোজা ও দোয়ার * বিষয় পুনরায় উল্লেখ করেন এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবার 'এফ্‌তারের' পূর্ব্বে সকলকেই মস্‌জিদে একত্রিত হইয়া দোয়া করিবার জন্য পুনরায় উপদেশ দেন। তৎপর তিনি উপস্থিত সঙ্কট সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইতিমধ্যে যুদ্ধের অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ফ্রান্স-গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব দিয়াছে। জার্ম্মানীর পক্ষ হইতে যে-সমস্ত সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছিল তাহাও তাহারা স্বীকার করিয়াছে, ফলে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ স্থগিত হইয়াছে। এখন জার্ম্মানীর চেষ্টা হইতেছে যেন ফ্রান্স নৌ-বিভাগ জার্ম্মানীর সহিত মিলিত হইয়া যায়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নৌ-বিভাগ খুবই মজবুত। ইটালীর নৌ-বিভাগ হইতে ইহা অনেক বেশী শক্তিশালী; কিন্তু জার্ম্মানীর চেষ্টার ফলে যদি ফ্রান্স নৌ-বিভাগ তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তবে জার্ম্মান, ফ্রান্স ও ইটালীর মিলিত নৌ-বিভাগ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া পড়িবে। তিনি আরো বলেন:—"প্রথম হইতেই আমার ধারণা ছিল যে জার্ম্মানীর এইরূপ চেষ্টাই হইবে। এখন আমার ধারণা আরো দৃঢ়তর হইতেছে। যাহা হউক অবস্থা ক্রমেই বিপদ সঙ্কুল হইয়া পড়িতেছে। এমত অবস্থায় দোয়ার আবশ্যকতা আরো বাড়িয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লাই এই বিপদরাশি দূর করিতে পারেন। ইহা মানবশক্তির সীমার বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে।"

کوئی کشتی اب بچا سکتی نہیں اس سیل سے
حیلے سب جاتے رہے اک حضرت تواب ہے

"এই প্লাবন হইতে কোন নৌকাই রক্ষা করিতে পারিবে না; যাবতীয় চেষ্টা বিফল হইয়াছে, কেবল খোদাতালা বাকী আছেন যিনি লোকের অনুতাপ গ্রহণ করেন এবং তাহাদিগকে রক্ষা করেন।" আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীতে হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) বর্ত্তমান যুদ্ধের দিকেই ইঙ্গিত করিতেছেন। অবস্থাও এই রকম দাঁড়াইয়াছে যে, কোন প্রতিকারই কাজে আসিতেছে না, সকলই পণ্ড হইয়া যাইতেছে। এমত অবস্থায় কেবল تواب (তাওয়াব) বাদ্‌সারই (অর্থাৎ খোদাতালারই) প্রয়োজন যিনি মানবমণ্ডলীর অনুতাপ গ্রহণ করেন, তাহাদের প্রতি দয়াপরবশ হন এবং তাহাদের সকল বিপদ দূর করিয়া থাকেন।"

"এই যুদ্ধ বাস্তবিকই ধ্বংসকারী প্লাবন স্বরূপ। যাহারা ইহার মধ্যে বর্ত্তমানে নিপতিত আছে তাহারা প্রকৃত রক্ষাকর্ত্তা খোদাতা'লা হইতে 'গাফেল'। এখনো তাহারা ত্রিত্ববাদের হুঙ্কারই দিতেছে। 'তৌহীদের' দিকে তাহারা এখনো ঝুঁকে নাই। মানুষ হিসাবে আমরাও তাহাদের সহিত জড়িত, তাই তাহাদের বিপদ আমাদিগকেও জড়িত করে, আমরা তাহা এড়াইতে পারি না। সুতরাং আমাদের উচিত যে আমরা تواب (তাওয়াব) বাদসার দিকে ধাবিত হই এবং তাঁহারই নিকট নতশিরে সাহায্য প্রার্থনা করি। হইতে পারে যে আমাদেরই এইরূপ দোয়ার ফলে বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে জগৎ বাঁচিয়া যায়। ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত হইবে যে, দোয়া ব্যতীত এখন আর উপায় নাই।

"জ্ঞানবান ব্যক্তি মাত্রই ইহা সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন যে, জগতে এইরূপ বিপদ আর কখনো আসে নাই। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও আসে নাই এবং পরেও

* উল্লিখিত রোজা ও দোয়ার বিষয়ে ১৫ই জুন তারিখের 'আহমদী' পত্রিকায় প্রকাশিত খোৎবার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

আসিবে বলিয়া মনে হয় না। এই তোফানে দুনিয়া ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। দুনিয়াতে দাসত্ব বিস্তার লাভ করিবার উপক্রম হইয়াছে। স্বাধীনতার আশা তিরোহিত হইবার পথে চলিয়াছে। গোলামী আরো ভীষণ আকারে প্রসার লাভ করিবে। এ যাবৎ ইহা মানবের দৈহিক জীবনের উপর অধিকার লাভ করিয়া আসিতেছিল। এখন মনে হইতেছে যে গোলামী মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনেও প্রসার লাভ করিবে, ধর্ম্ম বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিবে।

"এমত অবস্থায় প্রত্যেক মোমেনের জন্য দোয়াই একমাত্র সম্বল। দোয়াই তাহার জন্য উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করিবে। তাহাকে অনবরত দোয়া করা উচিত হইবে যে—'হে খোদা, দুনিয়া এবার ভয়ঙ্কর বিপদে জড়িত। এইরূপ বিপদের সম্মুখীন হইবার উপকরণ আমাদের নাই, অথচ শত্রু চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া ফেলিতেছে। ভবিষ্যৎ ফলাফল আমাদের অবিদিত; কিন্তু সকলই তোমার জ্ঞানের অধীন, তুমি সর্ব্বজ্ঞ। দৈনন্দিন ঘটনা হইতে মনে হয় যে ইহার পরিণাম বড়ই শোচনীয়। যদি তাহাই সত্য, তবে আমরা দুর্ব্বল ও অসহায়—তুমিই আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইয়া যাও এবং এই বিপদরাশি দূর করিয়া দাও! কিন্তু তোমার জ্ঞানে যদি বর্ত্তমান অবস্থা মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে এবং ইহার ফলাফল জগতের জন্য শুভ হয়, তবে তুমি আমাদের সন্দেহ দূর করিয়া দাও, মনে বল সঞ্চয় করিয়া দাও! তোমার 'এলহাম', ঐশীবাণী, দ্বারাই আমাদের পথ প্রদর্শন কর, আমাদের চাঞ্চল্য দূরীভূত কর! আমি আবার বলিব, হে মোমেনগণ তোমরা :—

"দোয়া কর! দোয়া কর!! দোয়া কর!!!"

"বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে নানাস্থানে Defence আঞ্জোমন 'কায়েম' হইতেছে। কেহ কেহ প্রশ্ন করে, আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়া কেন এইরূপ Defence কমিটীতে যোগদান করিতেছে না। ইহার উত্তর অতি পরিষ্কার। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে তাহারা নিজেদের তত্ত্বাবধানে এইরূপ কমিটী কায়েম করিবেন। আমরা তাহার অপেক্ষায় আছি। তাহাদিগকে এই কার্য্যে সুযোগ দেওয়া প্রত্যেকেরই উচিত। তাহারা নিজের পরামর্শ, সুযোগ, সুবিধামত ইহা কায়েম করিবেন। ইতিমধ্যে আমরাও সকল বিষয় চিন্তা করিয়া লইতে পারিব।

"ভারতে দুই রকম অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে, বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিপ্লব। বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্টই কেবল তাহার আবশ্যকীয় প্রতিবিধান করিতে পারেন। বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দু, মোসলমান, শিখ প্রভৃতি ভারতীয় যাবতীয় সম্প্রদায়ের মিলিত শক্তিও ইহার প্রতিরোধ করিবার সরঞ্জাম ও ক্ষমতা রাখে না। এমত অবস্থায় খোদাতা'লার 'ফজলই' আমাদের সহায় ও সম্বল হইতে পারে। আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের আশঙ্কায়ও গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং ইহার প্রতিবিধান করিতেছেন। তাহাদের তত্ত্বাবধানে ইহা সুসম্পন্ন করিবার সুযোগ তাহাদিগকে দেওয়া উচিত যেন ভারতে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতে না পারে।

"যদি গবর্ণমেণ্ট শৈথিল্য করে এবং ফলে আভ্যন্তরীণ দুরবস্থার সৃষ্টি হয়—চুরি, ডাকাতী, লুটপাট আরম্ভ হয়, তবে আমরা জানাইতেছি যে এরূপ অবস্থায় আমরা চুপ করিয়া থাকিব না। বিবিধ মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা হিন্দু, শিখ, ইহুদী, খৃষ্টান সকলকেই রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব যেমন আমরা নিজেদের জন্য সচেষ্ট হইব। আমাদের নিকট তখন আহমদী, গয়র-আহ্‌মদী, হিন্দু, শিখ, ইহুদী, খৃষ্টান বলিয়া প্রশ্ন থাকিবে না। তখন কেবল মনুষ্যজাতির প্রশ্ন থাকিবে। আমাদের স্ত্রী-পুত্র আত্মীয় স্বজনকে যেরূপ বাঁচাইতে চেষ্টা করিব তাহাদের স্ত্রী-পুত্র পরিজনকেও তদ্রূপ বাঁচাইতে চেষ্টা করিব। এ বিষয়ে আমরা কতটুকু সফলকাম হইব তাহা খোদাতা'লা জানেন, তবে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ 'হেফাজত' করা, রক্ষা করা প্রকৃত পক্ষে খোদাতা'লাই করিতে পারেন। তিনি হিন্দু, মোসলমান সকলকেই রক্ষা করিতে পারেন। এইরূপ বিপদে আল্লাহ্‌তা'লাই একমাত্র সহায় ও সম্বল হইতে পারেন। সুতরাং তাঁহারই নিকট নত হওয়া আবশ্যক। ব্যক্তিগতভাবেও প্রত্যেককেই দোয়ায় রত হইতে হইবে, সমষ্টিগতভাবেও দোয়ায় রত হইতে হইবে। মানুষের হৃদয় যদি খোদাতা'লার দিকে রত না হয়, তাহার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সোৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। মন যদি খোদাতা'লার দিকে অগ্রসর হয়, তাঁহার নিকট নত হয়, তবে তিনি দুর্ব্বলকেও শক্তিদান করেন—তাহারাও তখন সবলের চেয়ে অধিকতর সোৎসাহে কার্য্যে নিয়োজিত হয় ও সফলতা লাভ করে।

খোদাতা'লার আজাব ও মানুষের চেষ্টা

মানবজাতির সংশোধনের জন্য খোদাতা'লার পক্ষ হইতে যখন 'আজাব' অবতীর্ণ হয় এবং জগতের সকলকেই কোন-না-কোন প্রকারে আক্রমণ করে, তখন তাহা মানুষের ব্যক্তিগত চেষ্টায় দূরীভূত হয় না। ব্যক্তিগত অন্যায়ের জন্য যখন মানুষের উপর কোন বিপদ আসে তখন ইহা তাহাদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় দূরীভূত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় মানুষের চেষ্টা সফল হইয়া থাকে; কিন্তু জগদ্ব্যাপী আজাবের বেলায় সকলকেই খোদাতা'লার দিকে নত হইতে হয়, তাঁহারই নিকট রোদন করিতে হয়, তবেই নিস্তার লাভ করিবার উপায় হয়, নতুবা নহে। সুতরাং উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবার একই উপায় যে জনমণ্ডলী অনুতপ্ত হৃদয়ে, বিগলিত চিত্তে খোদাতা'লার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং প্রার্থনা করিতে থাকে।

ঐশী জ্ঞান

"খোদাতা'লার ফজলে ইদানিং আমার আর একটি 'রুইয়া' পূর্ণ হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি ইহার বিষয় কতক উল্লেখ করিয়াছিলাম। অনারেবল সার মোহাম্মদ জফর উল্লা খাঁ, খান সাহেব মৌলবী ফরজন্দ আলী খাঁ, ডাক্তার হাশমত উল্লা খাঁ, মিঃ মির্জা মোজাফর আহ্‌মদ, আই, সি, এস, এবং আরো কোন কোন ভদ্রলোকের নিকট আমি এই 'রুইয়া' বর্ণনা করিয়াছিলাম। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম যে, আমি একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট এবং আমার মুখ পূর্ব্বদিকে। আমার নিকট যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোপনীয় চিঠি পত্রাদি একে একে পেশ করা হইতেছে। চিঠিগুলি যেন ইংরেজ পক্ষ হইতে ফ্রান্সের দিকে লেখা হইয়াছে এবং জানাইয়াছে যে আমরা (ইংরেজ) ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। জার্ম্মাণীর আক্রমণের সম্ভাবনা হইয়াছে, ইংরেজদিগের পরাজিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই কারণে আমরা (ইংরেজ) চাই যে, ইংরেজ ও ফ্রান্স—**এই উভয় সাম্রাজ্য এক করিয়া দেওয়া হউক**। স্বপ্নে এই মর্ম্মের চিঠি পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত বিচলিত হইলাম, আমার ঘুম ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। এমন সময় এক শব্দ হইল :—"ইহা ছয় মাসের পূর্ব্বকার ঘটনা"।

"যে সমস্ত রাজ্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং পরাজয়ের আশঙ্কা করে তাহারাই অন্যের সাহায্য প্রার্থী হইয়া উল্লিখিতরূপ দরখাস্ত করিতে পারে। এই কারণে এই স্বপ্নটি দেখিবার পর আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে জার্ম্মাণী ফ্রান্সের উত্তরাংশ দখল করিবার পরই ইংলণ্ড আক্রমণ করিবে যাহার ফলে ইংলণ্ডের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িবে। তখন তাহারা ফ্রান্সের রাজ্যের সহিত তাহাদের রাজ্য একত্রিত করিয়া একই নিয়মের অধীন যুদ্ধ চালনা করিবার জন্য তাহারা প্রার্থনা করিবে। ইহা সাধারণ নিয়ম যে পরাজিত হইবার উপক্রম হইলেই এক জাতি অন্য জাতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। ইহার বিপরীত কখনো হয় না। কখনো কোন পরাক্রমশালী জাতি কোন পরাজিতের নিকট সাহায্য প্রার্থী হয় না। কিন্তু খোদাতা'লা 'রুইয়াতে' আমাকে এমন এক ভাবী ঘটনার বিষয় সংবাদ দিয়াছিলেন যাহা জগতে কখনো ঘটে নাই। এইরূপ ঘটনা হইতে পারে বলিয়াও কেহ চিন্তা করিতে পারে না।

যাহাহউক খোদাতা'লা সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার জ্ঞান অনন্ত ও অসীম। তিনি তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিদিগকে ভাবী ঘটনার বিষয় পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত করেন এবং জগৎ যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করে তিনি তাহা সম্ভবে পরিণত করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুদ্ধেও এমনি অবস্থার সৃষ্টি হইল যে ফরাসীদের মত শক্তিশালী জাতিও ক্রমে পরাজিত হইতে চলিল। এই পরাজিতের সাহায্য লাভের আশায় আমাদের পরাক্রমশালী ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিলেন যে, ফরাসী ও ইংরেজ এই উভয় জাতি যেন একই গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকিয়া ভবিষ্যতে শত্রুর মোকাবেলা করিতে পারে। উভয় জাতি একই পার্লামেণ্ট দ্বারা চালিত হইবে, তাহাদের রসদের একই বন্দোবস্ত থাকিবে, ইত্যাদি।

"যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বেই খোদাতা'লা তাহাদের এইরূপ প্রস্তাব ও তৎসংক্রান্ত চিঠি-পত্রাদি আমাকে 'রুইয়াতে' জ্ঞাত করিয়াছিলেন। স্বপ্নের ঘটনা প্রথম বুঝিতে আমার একটু ভ্রম হইয়াছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম যে জার্ম্মাণীর প্রথম আক্রমণ ব্রিটীশের বিরুদ্ধে হইবে এবং ব্রিটীশ বিপদের সময় ফরাসীদের সাহায্য কামনা করিবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা এই 'রুইয়া' বড়ই আশ্চর্য্যরূপে অন্যভাবে পূর্ণ করিয়াছেন এবং স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে। এরূপ অসম্ভব ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যাইবে না। যাহা কখনো কেহ চিন্তা করিতে পারে না তাহাই এবার বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। পরাক্রমশালী জাতি পরাজিত জাতির নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছে। রেডিও দ্বারাও প্রকাশিত হইয়াছে যে এরূপ অসম্ভব ঘটনা পৃথিবীতে আর কখনো ঘটে নাই। মানুষ তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। ইহা খোদাতা'লার এক জলন্ত নিদর্শন।

"ছয় মাসের পূর্ব্বকার ঘটনা"

"আমি যে 'রুইয়া' বা স্বপ্নের বিষয় উল্লেখ করিলাম তাহাতে একটি কথা আছে—"ছয় মাসের পূর্ব্বকার ঘটনা"। ইহার ভাল ও মন্দ দুই দিকই আছে। স্বপ্নের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ না থাকিলে, সাধারণতঃ ইহার মঙ্গলের দিকটাই দেখিতে হয়। ইহা স্বপ্নের 'তাবীর' বা ব্যাখ্যার একটি নিয়ম। সুতরাং "ছয় মাসের পূর্ব্বকার ঘটনা"—স্বপ্নের এই শেষোক্ত বিষয়ের মঙ্গলের দিকটা লক্ষ্য রাখিয়া আমি মনে করি যে **বিপদ এখন দূরীভূত হইতে চলিয়াছে।** ফ্রান্স ও ব্রিটীশ একই জাতিতে পরিণত হইয়া, একই গবর্ণমেন্টের অধীন, একই পার্লামেন্টের অধীনে থাকিয়া কার্য্য চালনা করিবার প্রস্তাব ১৫ই জুন তারিখে করা হইয়াছিল। সুতরাং স্বপ্নের শেষোক্ত বিষয় হইতে আমি মনে করি যে ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সঙ্কট অবস্থা তিরোহিত হইতে পারে। আমি বলিয়াছি যে, ইহার মন্দ দিকও আছে। তাহা অতি সূক্ষ্ম বটে। স্বপ্নের "তাবীরের" নিয়ম অনুযায়ী আমি বর্ত্তমানে ইহার মঙ্গলের দিকটাই প্রথম গ্রহণ করিলাম।

নসিহত

"অবশেষে আমি সকল বন্ধুগণকে উপদেশ দিব, তাহারা যেন অতি বিগলিত চিত্তে দোয়া করিতে থাকেন যাহার ফলে আল্লাহ্‌তা'লা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দেন যে তাহা আহ্‌মদীয়তের জন্য ক্ষতির কারণ না হয়, তিনি যেন এই জমাতকে ইহার শক্তির বহির্ভূত কোন পরীক্ষায় না ফেলেন। সুতরাং আপনারা দোয়া করিতে থাকুন—হে আল্লাহ্‌, আমাদের উপর এমন বোঝা ন্যাস্ত করিও না যাহা উঠাইবার শক্তি আমাদের নাই! তোমারই সন্তুষ্টির উপযোগী কোরবানী করিবার তৌফিক আমাদিগকে দাও! হে আল্লাহ্‌ তোমারই 'ফজলে', তোমারই কৃপায়, ইস্‌লাম ও আহ্‌মদীয়তের উন্নতির সকল আয়োজন করিয়া দাও!

তাহ্‌রীক-জদীদের সপ্ত বর্ষীয় পর্য্যায় ও আহমদীয়া জমাতের অসাধারণ উন্নতি

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) প্রথমতঃ তিন বৎসরের জন্য তাহ্‌রিক-জদীদ জারি করিয়াছিলেন। অতঃপর খোদাতা'লার ইচ্ছানুযায়ী তিনি ইহাকে আরো সাত বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করিয়া ১৯৩৮ সনের জানুয়ারী মাসে বলেন :—

"উত্তমরূপে স্মরণ রাখিও, সেই কোরবানীই প্রকৃত কোরবানী যাহা দীর্ঘকাল যাবৎ করা হয়। অতএব যিনি শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়পদ থাকেন তিনিই কৃতকার্য্য হইবেন। কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে, "যদি তাহাই হয় তবে সাত বৎসরের জন্যই-বা কেন সীমাবদ্ধ রাখিলেন?" এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, কোরবানী বিবিধরূপে করিতে হয়। বর্ত্তমান (আর্থিক কোরবানীর) স্কীম আমি সাত বৎসরের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছি; তাহার কারণ এই যে, কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, ১৯৪২ইং কিম্বা ১৯৪৪ইং পর্য্যন্ত সিলসিলার কোন কোন মুশ্‌কেলাত (অভাব-অসুবিধা, বিপদাপদ) বিদ্যমান থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দিবেন যাহাতে কোন কোন অসুবিধা বা বিপদ দূরীভূত হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ্‌তা'লা হইতে এরূপ নিদর্শনাদি প্রদর্শিত হইবে, যাহার ফলে কোন কোন স্থানে তবলীগের পথ হইতে বাধা অপসারিত হইবে এবং আহমদীয়া সিলসিলা অতি দ্রুত প্রসারিত হইবে। তাই আমি ভবিষ্যৎ বিপদাপদ হইতে রক্ষা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এই ভবিষ্যৎবানীর শেষ মাদ, ১৯৪৪ইং, পর্য্যন্ত তাহ্‌রিক-জদীদ জারী রাখিতে মনস্থ করিয়াছি।"

হজরত আমিরুল্-মোমেনীন খলিফাতুল্-মসিহ সানির (আইঃ) বক্তৃতা

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃতকার্য্যতার জন্য প্রার্থনা

[বিগত ২৬শে মে কাদিয়ানে মসজিদুল-আক্‌সায় প্রদত্ত বক্তৃতার সার-মর্ম্ম:]

সূরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

"আমাদের সম্রাট প্রার্থনার জন্য যে ঘোষণা করিয়াছিলেন তদনুসারে আমাদের কর্ম্মচারিগণও অদ্য দোয়ার জন্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। এতদুদ্দেশ্যেই বন্ধুগণ এখানে সমবেত হইয়াছেন।

দুনিয়ার প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীগণই নিজ নিজ ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনুসারে কোন না কোন দিবসকে 'বা-বরকত' বা কল্যাণময় মনে করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী, তাহারা রবিবার দিবসকে 'বা-বরকত' মনে করেন। তাই তাহারা এই দিবসকেই দোয়ার জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন যেন উক্ত দিবস সকলেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করেন। আমরাও সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত এই কার্য্যে শামিল থাকিবার উদ্দেশ্যে অদ্য দোয়ার জন্য ঘোষণা করিয়াছি, কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম মতে দোয়া গৃহীত হইবার দিন হইল :শুক্রবার। রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, শুক্রবার দিবসে এমন এক মূহুর্ত্ত আসে যে, তখন কোন বান্দা আল্লাহ্ তা'লার নিকট কোন প্রার্থনা করিলে তাহা নিশ্চয়ই গৃহীত হয়। অতএব আমার ইচ্ছা এই যে, অদ্যকার দিবস ছাড়া কোন শুক্রবার দিবসও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করা হউক। এই রূপে,হয়-তো, আমরা দোয়া গৃহীত হওয়ার সেই বিশিষ্ট মূহুর্ত্ত লাভ করিতে পারি এবং ফলে আমাদের দোয়া সেই বিশিষ্ট মূহুর্ত্তের সহিত মিলিত হইয়া সুফল-প্রসূ হইতে পারে।

অতএব অদ্য একত্রিত হইয়া দোয়া করা সত্ত্বেও আমাদের পক্ষে প্রকৃত সহানুভূতি ও মঙ্গল-কামনা তখনই করা হইবে যখন আমরা আমাদের ধর্ম্মের নির্দ্ধারিত সর্ব্বাপেক্ষা 'মোবারক' (কল্যাণময়) ও 'মকবুল' দিবসে দোয়া করিব।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কেন, সমস্ত দুনিয়ার উপর এবং বিগত কয়েক শতাব্দীর প্রসূত সমস্ত সভ্যতার উপর—এক ভয়ানক আক্রমণ আসিয়াছে ; এবং ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, এই যুদ্ধে যদি মিত্র-শক্তির পরাজয় হয় তবে দুনিয়াতে এমন ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন সৃষ্টি হইবে যে, ধর্ম্ম বা জাতি কিছুই নিরাপদ থাকিবে না এবং মেথর-চামার ইত্যাদি জাতিগণ যেমন দীর্ঘকাল যাবৎ আর্য্যগণের দাস হইয়া রহিয়াছিল বর্ত্তমান সভ্যজাতিসমূহও তেমনি শত শত বর্ষের জন্য সেইরূপ দাসত্ব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে ; এবং ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, মিত্রশক্তি-সমূহ, বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে যতটুকু বুঝা যায়, নিজেদের ঔদাসীন্য, আলস্য, অহঙ্কার ও আত্মগর্ব্ব বশতঃ যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় আয়োজন করিতে শৈথিল্য দেখাইয়াছে। তাহাদের এই শৈথিল্য, ঔদাসীন্য—এবং আমি বলিব—অহঙ্কারের প্রমাণ এই যে, বিগত ছয় মাস যাবৎ আমাদের রাজনৈতিকগণ এই দাবী প্রচার করিয়া আসিতেছে যে, তাহাদের নিকট বহু আয়োজন রহিয়াছে এবং তাহারা জার্ম্মাণ-গণকে অনাহারে মারিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, স্বয়ং ইংলণ্ডবাসীই অনাহারে মরিবার পথে পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে জার্ম্মাণীর পক্ষে অনাহারে মরিবার কোন আশঙ্কা নাই। তাহারা তাহাদের আয়োজনের উপর গর্ব্ব করিয়াছিল এবং আল্লাহ-প্রদত্ত শক্তি দ্বারা উপকৃত না হইয়া ঔদাসীন্য ও শৈথিল্যে দিন কাটাইতেছিল। ভারতবর্ষে তো আজ পর্য্যন্তও ঔদাসীন্য ও শৈথিল্য করা হইতেছে। উত্তম সীপাহী প্রস্তুত হইতে দুই বৎসর লাগে ; কিন্তু আজ পর্য্যন্তও ভারতবর্ষে এই চিন্তাই করা হইতেছে যে, এই যুদ্ধে শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য

আমাদের কি করা কর্ত্তব্য। অথচ যে দিবস হইতে ভারতবাসী চেষ্টা আরম্ভ করিবে তাহার বৎসর দুই বৎসর পরেই যাইয়া তাহারা দেশরক্ষার জন্য উত্তম সীপাহী পাইতে পারিবে, তৎপূর্ব্বে নহে। জানি না, তাহারা কোন্ দিবসের প্রতীক্ষায় আছে। তাহারা কি সেই দিবসের প্রতীক্ষায় আছে, যে দিবস শত্রু তাহাদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিবে? সেই দিবস কি শত্রু তাহাদিগকে তৈয়ারী করিবার অবসর দিবে?

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'লার তরফ হইতেই তাহাদের উপর এমন ঔদাসীন্য ছাইয়া গিয়াছে যে, তাহারা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারে নাই। এইরূপে আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, কেবল পার্থিব আয়োজন-উপকরণের উপর ভরসা করিয়া মানুষ চলিতে পারে না। ফলতঃ **আজ বড়-ছোট, বাদশাহ-উজির সকলই বলিতেছে—দোয়া কর, কেননা দোয়া ছাড়া কৃতকার্য্যতা লাভ অসম্ভব।** ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রি বলিয়াছেন, "কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, ফ্রান্সকে কোন 'মোজেজা' (অলৌকিক ব্যাপার) ছাড়া আর কিছুই রক্ষা করিতে পারিবে না। যদি তাহাই হয় তবে আমি মোজেজার উপরও বিশ্বাস করি।" অর্থাৎ, ফ্রান্সের কৃতকার্য্যতার জন্য যদি মোজেজার উপরও বিশ্বাস করিতে হয় তবে তিনি তাহাও করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মোজেজা দেখিতে হইলেও খোদাতালার দিকে একটু ঝোঁকা আবশ্যক। খোদার দিকে ঝুঁকিলে তিনি নিশ্চয়ই মোজেজা দেখান; তাঁহার দিকে না ঝুঁকিলে তিনি মোজেজা দেখান না। কিন্তু এই সকল জাতির অবস্থা এই যে, তাহারা এক দুর্ব্বল মানবকে খোদার আসনে বসাইয়াছে, অথচ অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান খোদাকে ভুলিয়া আছে। যদি তাহারা 'শেরক্' (অর্থাৎ মানবকে খোদার আসন দান) পরিত্যাগ করিয়া একক ও অদ্বিতীয় খোদার দিকে সরলান্তঃকরণে ঝুঁকিয়া পড়ে, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আকাশ হইতে ফেরেস্তা অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। দোয়া করিবার সময়ও এক মানবের দিকেই বার বার তাহাদের দৃষ্টি পড়িতেছে; অতএব খোদাতা'লার আশীষ তাহাদের উপর কেমন করিয়া অবতীর্ণ হইবে? খোদাতা'লার সহিত তো তাহাদের ব্যবহার এই যে, তাহারা তাঁহার ন্যায্য আধিপত্য হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতেছে। পক্ষান্তরে তাহারা আগ্রহ পোষণ করে যেন তাহাদের নিজেদের আধিপত্য অক্ষুন্ন থাকে। ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে? ইহারা খোদার আধিপত্য খোদাকে দিয়া দেখুক, জার্ম্মানীর টেঙ্ক ও উরু জাহাজ আপনাপনিই বিধ্বস্ত হয় কি-না এবং খোদাতা'লার 'কহর' (কোপ) কেমন করিয়া তাহাদিগকে জ্বালাইয়া ভস্মিভূত করিয়া দেয়।

যাহাহউক, খোদাতা'লা এতদিন এই সকল মোশ্রেক জাতির সহিত উত্তম ব্যবহারই করিয়াছেন। তাহারা খোদাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া এক দুর্ব্বল মানবকে তাঁহার আসনে উপবিষ্ট করা সত্ত্বেও খোদাতা'লা তাহাদিগকে রাজত্ব দিয়াছেন। এখনো মনে হয় যে, ইসলাম, আহমদীয়ত ও জগতের কল্যাণের জন্য তাহাদের স্থিতি আরো আবশ্যক। কেননা যতদূর আমাদের দৃষ্টি যায় ইংরাজ জাতি আপন প্রজামণ্ডলীর সহিত অধিকতর সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে।

আজকাল আল্লাহ্ তা'লার তরফ হইতে ব্রিটিশের উপর যে বিপদ আসিয়াছে তাহা—লোকে আমাদিগকে হাসি-ঠাট্টাই করুক্ বা পাগলই মনে করুক—বস্তুতঃ আমাদের সেই আর্ত্তনাদের ফল যাহা ১৯৩৪, ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ ইং সনে আমাদের হৃদয় হইতে নির্গত হইয়াছিল। আমার তৎকালীন খোৎবা-সমূহ মুদ্রিতাকারে বিদ্যমান আছে। কেহ ইচ্ছা করিলে তাহা পড়িয়া দেখিতে পারেন। সেই সকল খোৎবায় আমি অনবরত বলিয়া আসিয়াছি যে, ইংরাজ জাতি যেন মনে না করে যে, তাহাদের নিকট তুপ, সৈন্য, উরু জাহাজ ও বোমা আছে। কারণ যে-খোদার উপর আমাদের ভরসা তাঁহার নিকট এই সকল জিনিষের কোন মূল্য নাই। তাহারা তখন আমার এই কথায় কর্ণপাত করে নাই। তাহারা মনে করিয়াছিল, এই ব্যক্তি এক মুষ্টিমেয় জমাতের নেতা; ইহার মর্য্যাদাই বা কি! যখন ইচ্ছা তখন তাহাকে ধ্বংস করা বা মারিয়া ফেলা যাইতে পারে। তাহারা একথা বুঝে নাই যে, স্বর্গীয় জমাত কোন ব্যক্তি বিশেষের কারারুদ্ধ বা নিহত হওয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। কোন কোন নবী নিহত, কারারুদ্ধ বা দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন, কিন্তু খোদাতা'লার বাণী জগৎ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। রাজ্য ধ্বংস হয়, গবর্ণমেন্ট বিনষ্ট হয়, কিন্তু খোদাতা'লার বাক্য দুনিয়া হইতে লুপ্ত হয় না।

সার চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের একটি কথা আমার কাছে বড়ই প্রিয় লাগে। তিনি ১৯৩৫ ইং সনে, লর্ড ওয়েলিংডন যখন ভারতের ভাইসরয় ছিলেন, তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সার ইমারসন নিজকে বড়ই দূরদর্শী মনে করেন; তিনি মনে করেন, আহ্‌মদীয়া জমাত সুসংগঠিত এবং এক নেতার অধীন সংঘবদ্ধ হওয়ার ফলে ব্রিটীশ গবর্ণমেন্টের জন্য এক

বিপদের কারণ হইয়াছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আহমদীয়া জমাতকে বিধ্বস্ত করিতে চান। আমার বোধ হয়, তিনি ইতিহাস মোটেই পড়েন নাই। কেননা, যদি পড়িতেন তবে নিশ্চয়ই অবগত থাকিতেন যে, যখনই কোন সাম্রাজ্য ধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষ করিয়াছে তখনই ফলে সেই সাম্রাজ্যই বিধ্বস্ত হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম বিধ্বস্ত হয় নাই।"

প্রকৃত কথা এই যে, ধর্ম্মের সহিত যখন কোন সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ হয় তখন সাম্রাজ্যই বিধ্বস্ত হয়; কিন্তু খোদার প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত জগৎ হইতে মিটিয়া যায় নাই। কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আমাদের সহিত যাহা-কিছু করা হইয়াছিল তাহা পাঞ্জাব গবর্ণমেন্টের কতিপয় স্থানীয় কর্ম্মচারীরই কাজ ছিল; তজ্জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পরোক্ষ ভাবে দায়ী হইলেও প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী ছিল না। অতএব অবস্থা সঠিক ভাবে বুঝিয়া নেওয়া আবশ্যক।

যখন জার্ম্মাণীর সহিত মিত্র-শক্তির ফ্লাণ্ডার্সে প্রথম পরাজয় হয় তখন আমি করাচীতে ছিলাম। এই সংবাদ শুনিয়া আমি এতটুকু উদ্বিগ্ন হই যে, রাত্রিতে আমার আর ঘুম হয় নাই এবং আমি উদ্বেগ ও বেদনা সহকারে মিত্রশক্তির কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করিতে আরম্ভ করি; প্রায় ঘণ্টাকাল দোয়া করি; সূর্য্যোদয়ের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে আমার প্রতি 'এল্‌হাম' (ঐশীবাণী) হইল—

هم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

আমি পরে ভাবিলাম, এই এল্‌হামের অর্থ কি! তখন ইহার অর্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল যে, দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে তো বহু আহমদীর হৃদয় হইতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস নির্গত হইতেছিল, আর এখন তাহাদের কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করিতেছে।" অর্থাৎ, আল্লাহতা'লা যেন বুঝাইয়া দিলেন যে, আমাদের জমাত কর্ত্তৃক তখন যে বদ্-দোয়া করা হইয়াছিল, তাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত ছিল,—তখন জুল্‌ম কতটুক হইয়াছিল এবং দীর্ঘ নিশ্বাস কত উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছিল, এবং এই গবর্ণমেণ্ট ধ্বংস হইয়া গেলে ইহার স্থলে অন্য যে-গবর্ণমেণ্ট আসিবে তাহা কিরূপ হইবে—ভালই হইবে, না মন্দ হইবে—তাহা বিচার করিয়া দেখা হয় নাই।

বস্তুতঃ এই এল্‌হাম দ্বারা আল্লাহ্-তা'লা আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই পরিমাণ ঠিক রাখা উচিত। আমি তো তখনও জমাতকে বাধা দিয়াছিলাম এবং পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলাম যে, এই ঝগড়া কতিপয় কর্ম্মচারীর সহিত মাত্র, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। অতএব আমি এবিষয়ে, খোদাতা'লার ফজলে, দোষী নহি। কিন্তু কতিপয় বন্ধু সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগত ভাবে অবগত আছি যে, তাহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে বড়ই বদ্-দোয়া করিয়াছিল। সুতরাং এখন আল্লাহ্‌তা'লা এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে তাহাদের কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করিতে বাধ্য করিয়াছেন; কারণ যে-বিপদ সম্মুখে রহিয়াছে তাহা অধিকতর কঠোর।

ইংরাজদের দৃষ্টান্ত সেই দেওয়াল স্বরূপ যাহার নীচে দুই পিতৃমাতৃহীন শিশুর ধন লুপ্ত ছিল এবং সেই দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে হজরত মুসা (আঃ) এবং তাঁহার সাথী সেই দেওয়াল পুনঃ নির্ম্মান করিয়া দিয়াছিলেন, যেন বালকদ্বয় সাবালেগ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই ধন লুপ্তই থাকে এবং বালক-দ্বয় যৌবনে পৌছিয়া স্বীয় ধন লাভ করে এবং অন্য কেহ তাহা নিতে না পারে।

বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, ইংরাজ ও ফরাসীই সেই দেওয়াল যাহার নীচে আহমদীয়তের হুকুমত বা রাজত্বের ধনাগার লুক্কায়ীত আছে, এবং খোদাতা'লা চাহেন যে এই ধনের প্রকৃত মালিক যুবক না হওয়া পর্য্যন্ত সেই দেওয়াল কায়েম থাকুক। আহমদীয়ত যেহেতু এখনো সাবালগ হয় নাই এবং এখনও সেই ধনের অধিকারী হইতে পারে না, অতএব এখন যদি দেওয়াল ভাঙ্গিয়া যায় তবে ফল এই হইবে যে, অন্য লোক এই ধনের অধিকারী হইয়া যাইবে।

অতএব আল্লাহ্‌তা'লা চাহেন যে, আমরা পুনরায় সেই প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেই, যেন আহমদীয়ত সাবালগ হইয়া সেই ধনের অধিকারী হইতে পারে। দুনিয়ার চক্ষে অবশ্য ইহা অতি 'আজীব' কথা বোধ হয়; কিন্তু খোদাতা'লার নিকট যাহা নির্দ্ধারিত হইয়া আছে তাহা আজীব কথা নয়, তাহাই স্বাভাবিক এবং প্রকৃত কথা।

অতএব বর্ত্তমানে মিত্রশক্তির পরাজয় আহমদীয়ত ও ইসলামের জন্য বিপজ্জনক। প্রকাশ্যতঃ ইসলাম ও আহমদীয়তের মঙ্গল ইংরাজের বিজয়েই নিহিত আছে। হজরত মসিহ মাউদও (আঃ) দোয়া করিয়াছেন যেন ইংরাজের জয় হয়। অতএব উপরুক্ত অবস্থাধীনে ইংরাজের কৃতকার্য্যতা কামনা করাই আমাদের ফর্‌জ্ বা অবশ্য কর্ত্তব্য।

খোদাতা'লা আমাকে বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কথা জানাইয়াছেন এবং বিগত ছয় মাস ক্রমাগত এই যুদ্ধের অবস্থা আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন এবং এখন আমি দেখিতেছি যে, সেই সকল কথা পূর্ণ হইতেছে। কতিপয় বিষয় এরূপ আছে যাহা ঘটনার পূর্ব্বে প্রকাশিত করা উচিত নহে। তাই আমি সেই সকল স্বপ্ন মাত্র কতিপয় বন্ধুকে শুনাইয়া দিয়াছিলাম, যেন তাহারা সময়ে সেই সকল স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য দিতে পারে।

ইদানিং পুনরায় আমি সফর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে রেলে দোয়া করিতে আরম্ভ করি। দোয়া করিতে করিতে এক তন্দ্রার অবস্থা উপস্থিত হয়, যেমন এলহামের সময় হইয়া থাকে। তখন কাশফী (জাগ্রত স্বপ্ন) অবস্থায় এক বাদ্‌শাহ্‌ আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। অতঃপর এলহাম হইল "Abdicated" আমি ইহার অর্থ এই বুঝি যে, হয় তো কোন বাদশাহ্‌ এই যুদ্ধে সিংহাসনচ্যুত হইবে, কিম্বা কোন সিংহাসনচ্যুত বাদশাহর সাহায্যে দ্বিতীয় বার জগতে এক পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লা যুদ্ধ সংক্রান্ত অনেক বিষয় আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সে-গুলি ব্যাখ্যা করা আমি উচিত মনে করি না। কিন্তু এতদ-সত্ত্বেও আমার হৃদয়ে এই অনুভূতি হইতেছে যে, ইংলণ্ডের মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল নিহিত। কারণ স্বপ্নে আমি যখনই ইংলণ্ডকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়াছি তখনই তথায় আমি চলিয়া যাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। অতএব আমি মনে করি, এই জাতির সহিত আমাদের কৌমের কল্যাণ সংবদ্ধ আছে। তদনুসারে তাহাদের বিজয়ই আমাদের পক্ষে কল্যাণময়। আমার তো দৃঢ় **বিশ্বাস যে, ইহারা যদি সরলান্তঃকরণে 'তৌহীদ' (একেশ্বরবাদ) স্বীকার করতঃ আমার নিকট দোয়ার জন্য অনুরোধ জানায় তবে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের বিজয়ের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।** কিন্তু এখনো স্বীয় শক্তির উপর তাহাদের গর্ব্ব খুব বেশী এবং এখনো একথা স্বীকার করা তাহাদের পক্ষে বড়ই কঠিন যে, কাদিয়ানে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির দোয়ার ফলে হিটলারের ফোজ পলায়ন করিতে পারে। যাহা হউক, আমরা তাহাদের কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করি। অবশ্য এই দোয়া সেই দোয়ার তুল্য হইবে না যাহার জন্য তাহারা স্বয়ং আমাদিগকে আবেদন জানাইবে। কেননা, বর্ত্তমান অবস্থায় তো ইহা স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাহারা আমাদের দোয়ার মুখাপেক্ষী নহে। কিন্তু যদি তাহারা 'তৌহীদ' স্বীকার করতঃ আমাদের নিকট দোয়ার আবেদন জানায় তবে সেই দোয়া 'মোবাহেলার' (প্রার্থনা-যুদ্ধের) দোয়ার ন্যায়ই কার্য্যকরী হইবে এবং সোজাসোজি লক্ষ্যস্থলে যাইয়া পেঁাছিবে। তাহারা যদি এইরূপ করে তবে তাহাদের কষ্টের দিন দূরীভূত হইতে পারে।

এই সংক্ষিপ্ত উপদেশের পর আমি দোয়া করিতেছি এবং বন্ধুগণেরও এই দোয়ায় যোগ দান করা উচিত। স্মরণ রাখা উচিত যে, এখন ইংরাজ ফরাসীর প্রশ্ন নয়; আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি যতটুক চলে, এখন ইসলাম ও আহমদীয়তের প্রচারের স্বাধীনতার প্রশ্ন, চিন্তা ও কর্ম্মের স্বাধীনতার প্রশ্ন। অতএব অতিশয় দরদ ও ব্যথা নিয়া দোয়া কর। কাহারো পুত্র, পিতা, ভ্রাতা বা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যুকালে যেরূপ বেদনা ও ব্যথা নিয়া দোয়া করা হয় এখন তোমাদেরও সেইরূপ বেদনও ব্যথা নিয়া দোয়া করা উচিত, কারণ ব্যাপার সাধারণ নয়, বড়ই ভয়ঙ্কর।"

অতঃপর হুজুর উপস্থিত বন্ধুগণ সহ দীর্ঘ দোয়া করেন।

পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ!

স্বয়ং 'আহমদীর' গ্রাহক হউন ও

গ্রাহক সংগ্রহ করুন!!

বৃটিশের কৃতকার্য্যতা কামনা

বিগত ২৬শে মে প্রার্থনা-দিবসে কলিকাতা দারুৎ-তবলীগে অনুষ্ঠিত দোয়া

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى عبدك المسيح الموعود - وبارك وسلم

হে আমাদের সর্ব্ব-শক্তিমান করুণাময় প্রভো! তুমি আমাদিগকে বিশ্বগ্রাসী বিপদ হইতে উদ্ধার কর! যাহারা বিশ্ব-মানবতার বিরুদ্ধে জগতের নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, অপ্রস্তুত ও দুর্ব্বল রাজ্যগুলির প্রতি অন্যায় অভিযান চালাইয়া লক্ষ লক্ষ মানবের ধ্বংসের কারণ হইতেছে—তাহাদের উপর আমাদিগকে এবং আমাদের সম্রাটকে বিজয় দান কর!

হে বিশ্বের স্রষ্টা, মালিক ও বিধাতা! তুমি আমাদিগকে এবং আমাদের সম্রাটকে সত্যের পথে চালিত করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠায় অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত কর। হে অনন্ত শক্তির আধার, কৃপাময়, দয়াময়! আমাদের সকল অপরাধ, সকল পাপ, সকল কুবিশ্বাস ও সকল কুকার্য্য হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দাও এবং ইহাদের কুফল হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, উদ্ধার কর!

হে বিশ্বের সম্রাট, সম্রাটের সম্রাট! তুমি আমাদের ও আমাদের সম্রাটের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদের চিত্তকে পবিত্র করিয়া দাও এবং তোমার মহিমা জগতে প্রতিষ্ঠা করিতে আমাদিগকে শক্তি দাও, তোমার প্রদত্ত শিক্ষার অনুসরণ করিতে জ্ঞান দাও, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের উচ্ছেদ সাধন করিতে মনে ও বাহুতে বল দাও!

সম্রাট ও দীন প্রজা তোমার দরবারে সকলই সমান। বিপদগ্রস্ত হইয়া আমরা আজ তোমার দ্বারে তোমার করুণা ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আজ আমাদিগকে তোমার করুণার দ্বার হইতে বিমুখ করিয়া ফিরাইয়া দিও না, আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর কর!

যাহারা সত্যের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের বিরুদ্ধে, দুনিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে তাহাদিগকেও সুমতি দাও, সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন কর, তাহাদিগকেও কুপথ হইতে ফিরাইয়া আন, তাহারাও যে তোমার সন্তান, তোমারই সৃষ্টি—তাহাদিগকেও আর নরকের দিকে অগ্রসর হইতে দিও না।

হে বিশ্বের স্রষ্টা, রহমান এবং রহীম আল্লাহ্! তোমার জ্ঞানে যাহারা সত্যের দিকে ফিরিবার নহে যাহারা তোমার সৃষ্টির মধ্যে অশান্তি ও অমঙ্গলের আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, যাহারা জগতে তোমার—হে দুনিয়ার মালিক, তোমার—রাজ্যের পরিবর্ত্তে শয়তানের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তুমি তাহাদিগকে ধ্বংশ করিয়া তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া দাও—এবং আমাদিগকে এবং আমাদের সম্রাটকে তোমার রাজ্য, সত্য ও ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে তোমার সহায় রূপে জয়যুক্ত কর। আমাদের সকল পাপ, সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে সকল ভুল ও ভ্রান্তি হইতে দূরে রাখিয়া তোমার সন্তুষ্টির পথে চালিত কর, তোমার বাঞ্ছনীয় পথে চলিবার মত জ্ঞান, বুদ্ধি ও বল দাও! তোমার পথে চলিবার, তোমার কাছে আসিবার দ্বার আমাদের জন্য, আমাদের সম্রাটের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দাও! আমাদিগকে যাহারা শত্রু ভাবিতেছে তাহাদিগকেও আমাদের মিত্র করিয়া তোমার পথে আমাদের অনুসরণ করিবার মত বুদ্ধি ও সুমতি দাও! শয়তানের কবল হইতে আমরা সকল মানুষকে উদ্ধার কর, রক্ষা কর, বাঁচাও।

শয়তানের হাত থেকে তোমার কাছে হে বিশ্ব-প্রভো! আশ্রয় ভিক্ষা করি, তুমি এই ভিক্ষা আমাদিগকে দাও। তোমার আশ্রয়ের কোল থেকে আমাদিগকে নামাইয়া দিও না।

আমরা যে বড় দুর্ব্বল, বড় অসহায়, তুমি ছাড়া যে আমাদিগকে রক্ষা করিবার, এই ঘোর বিপদের দিনে আমাদিগকে বাঁচাইবার আর কেহই নাই। তাই আজ আমরা রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, সম্রাট ও সৈন্য সকল তোমার দ্বারে—হে সকল সম্রাটের সম্রাট! তুমি নিমেষে ভিখারীকে সম্রাট ও সম্রাটকে ভিখারী করিতে পার—দীনবেশে তোমার কৃপার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি এই সব ভিখারীদিগকে ফিরাইয়া দিও না, বিমুখ করিয়া দিও না।

তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে আমাদিগকে এবং আমাদের সম্রাটকে নিযুক্ত কর এবং তোমার স্বর্গীয় সাহায্যে তুমি আমাদিগকে এবং আমাদের সম্রাটকে জয়যুক্ত কর।

আমরা তোমাকে চাই এবং তোমার মহিমা প্রতিষ্ঠা করিতে চাই, তোমার কাছে সাহায্য চাই। তুমি আমাদিগকে ও আমাদের সম্রাটকে তোমার অভিশপ্তদের পথে এবং যাহারা পথ হারিয়ে ফেলেছে তাহাদের পথে চালিত করিও না—আমীন—

اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

তাহরিক-জদীদ ও হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) দূর-দর্শিতা

ইউরোপে তাহ্‌রিক-জদীদ

আজ মাথার উপর বিপদ দেখিয়া ইউরোপের বড় বড় চিন্তাশীল মনিষিগণ নিজ নিজ দেশবাসীগণকে সাদাসিদে ও কঠোর জীবন যাপন করিবার জন্য তাকীদ করিতেছেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের খাদ্য বিভাগের মন্ত্রি লর্ড ডাল্‌টন নিজ দেশে চা, চর্ব্বি ও মাখনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। তিনি আদেশ জারি করিয়াছেন যে, কোন হোটেল বা রেষ্টুরেণ্ট কোন ব্যক্তিকে এক বেলায় মাংস ও মৎস্য—অর্থাৎ দুই তরকারী, দিতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত খাটি মাখন, নকল মাখন ও চর্ব্বি এই তিন বস্তুর মধ্যে মাত্র একটিই ব্যবহার করিতে পারিবে। সর্ব্বশেষে তিনি বলিয়াছেন :—

"এখন সময় আসিয়াছে যে, আমরা বিলাস ও আরাম বর্জ্জন করতঃ কষ্টের জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হই। বর্ত্তমানে যাহারা অন্যের তুলনায় অধিকতর কষ্ট-বরণ করিতে পারিবে তাহারই কৃতকার্য্য হইবে। কেবল ইংলণ্ডেই যে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে, তাহা নহে; বরং ইউরোপের অন্যান্য দেশে—যথা জার্ম্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশেও ঈদৃশ বরং এতদপেক্ষা ও কঠোরতর ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইয়াছে।

আজ ইউরোপ বিপদে পড়িয়া যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে, আমাদের জমাতের ইমাম হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) তাঁহার দূরদৃষ্টি বশতঃ প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বেই জমাতের সম্মুখে এরূপ এক ব্যবস্থা রাখিয়া জমাতকে ভবিষ্যত বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ ১৯৩৪ ইং সনে তিনি জমাতের সম্মুখে তাহরিক-জদীদ নামক এক নূতন স্কিম পেশ করিয়া জমাতকে মিতব্যয়ী, কষ্ট-সহিষ্ণু ও ত্যাগী হইতে উপদেশ দেন। উক্ত স্কীমের সার-মর্ম্ম এই :—

আড়ম্বর ও ভোগ-বিলাসের জীবন ত্যাগ করিবে; সাদা-সিদে খাদ্য ভক্ষণ ও সাদাসিদে পোষাক পরিধান করিবে; এক বেলায় এক ব্যঞ্জনের অধিক ব্যবহার করিবে না; প্রয়োজনাতিরিক্ত পোষাক প্রস্তুত করিবে না; নিজ হাতে কাজ করিতে অভ্যাস করিবে; সামান্য সামান্য কাজের জন্য পরের মুখাপেক্ষী হইবে না: কোন কাজ করিতে ঘৃণা বোধ করিবে না; যে-কাজই করিতে হয় তাহা সানন্দে করিবে; ঘর বাড়ী সাদাসিদে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে; কিন্তু সাজসজ্জার আসবাবপত্র ক্রয় করিবে না; সিনেমা, সারকাস, থিয়েটার এবং ঈদৃশ অন্যান্য তামাসা বর্জ্জন করিবে; চিকিৎসায় মূল্যবান পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার হইতে যথা-সম্ভব বাঁচিয়া থাকিবে এবং মামুলী ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা করাইবে; বিবাহ-শাদিতে যথা-সম্ভব কম খরচ করিবে; বিবাহ-শাদি ছাড়া নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিবে না।

মোট কথা, তিনি জমাতের সম্মুখে এমন এক সর্ব্বাঙ্গীন প্রোগ্রাম পেশ করিয়াছেন যে, তাহা পালন করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে পারে। খোদাতালার ফজলে জমাতের নিষ্ঠাবান বন্ধুগণ তাঁহার এই আহ্বানে সাড়া দিয়া নিজেদের মধ্যে এক 'এন্‌কেলাব' বা আমূল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন এবং ইহার নেহায়েত আনন্দদায়ক ফলও প্রসূত হইতেছে।

হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) আদেশ

১। যুদ্ধের আশু অবসান, মিত্র-শক্তির সফলকাম, ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের হেফাজত ও দ্রুত উন্নতির জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিতে হইবে।

২। জুলাই মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আহ্‌মদী সাধ্যানুসারে রোজা রাখিবেন ও দোয়া করিবেন।

আহ্! আমতুল ওদুদ

বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ২০শে জুন আমাদের এক নেহায়তই সুযোগ্যা ভগিনী অকালে ইহধাম পরিত্যাগ করতঃ তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে, এমন কি, সমস্ত আহমদীয়া জমাতকে, শোকসাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন। মরহুমা হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) কনিষ্ঠ সাহেবজাদা লেফ্‌টেনাণ্ট হজরত মীরজা শরীফ আহমদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি এবার পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি হইতে বি-এ ডিগ্রী লাভ করতঃ ধর্ম্ম-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি বড়ই ধর্ম্মপরায়ণা, উচ্চ নৈতিক গুণের অধিকারিণীও বহু সদ্‌গুণে ভূষিতা ছিলেন। গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ করতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত করার জন্য তিনি বড়ই উদগ্রীব থাকিতেন। তিনি বড়ই অমায়িক ও বিনয়ী ছিলেন। অতি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভুত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সামান্য সামান্য গৃহ-কর্ম্ম করিতে ঘৃণা বোধ করিতেন না! তাঁহাব গুণ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া হজরত আমীরুল-মোমনীন (আইঃ) তাঁহাকে নিজ পুত্র-বধূ করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) বিবাহের প্রস্তাবের চিঠি লিপিবদ্ধ করতঃ পরদিন প্রেরণ করিবার মানসে রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় তাহা বালিশের নীচে রাখিয়া নিদ্রা যান, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার নিকট সংবাদ আসে যে, আমতুল ওদুদ অকস্মাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহার অবস্থা আশাহীন। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) স্বীয় অসুস্থতা সত্ত্বেও অবিলম্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া তাঁহার হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যাগখানা নিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে দেখিতে যান। হজরত আমীরুল-মোমেনীন পৌঁছিয়াই তাঁহার মস্তক চুম্বন করতঃ ডাক্তারকে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে ডাক্তার বলিলেন যে, তাঁহার মস্তিষ্কের কোন শিরা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং অবস্থা আশাহীন। অতঃপর প্রায় দুই ঘণ্টা মধ্যেই তিনি ইহলীলা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রভুর কোলে যাইয়া আশ্রয় নেন। অজ্ঞান অবস্থায় মরহুমা মাত্র এই বলিয়াছিলেন, "আমার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে"। ইহাই তাহার এজগতের শেষ কথা।

মরহুমার মৃত্যুতে সমস্ত জমাত ব্যথিত হইয়াছে এবং জগতের সর্ব্বস্থান হইতে সমবেদনা-প্রকাশক সহস্র সহস্র চিঠি ও টেলিগ্রাম তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনের নিকট পৌঁছিয়াছে। হজরত আমীরুল্-মোমেনীন (আইঃ), হজরত মীরজা বশীর আহমদ সাহেব এম-এ, হজরত মীরজা শরীফ আহমদ সাহেব ও জমাতের অন্যান্য বুজুরগাণ মরহুমার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহার চরিত্র ও গুণরাশির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; আল্‌ফজলে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। চরিত্র ও গুণে তিনি জমাতে অতুলনীয়া ছিলেন। হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) তো তাঁহাকে নিজ কন্যাদেরও উপরে স্থান দিয়াছেন।

মরহুমার মৃত্যু বড়ই হৃদয়-বিদারক ও বিস্ময়কর। রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। অতঃপর শয়ন করেন। প্রায় এক ঘণ্টা শয়নের পর হটাৎ উঠিয়া বলেন যে, বড় মাথা ব্যথা হইতেছে। একথা বলার কিছুকাল পরই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। দুই একার বার বমি করেন। তৎপর শ্বাস-রুদ্ধ হইয়া আসে এবং এইরূপে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই তিনি ইহলোক হইত বিদায় গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে মাগফেরাত করুন এবং নিজ করুণার ছায়াতলে তাঁহাকে স্থান দিন—আমীন।

তাঁহার এই অকস্মাৎ ও অকাল মৃত্যুতে আমাদের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে। মৃত্যু কাল, বয়স বা পাত্র ভেদ করে না। যে-কোন মূহর্ত্তে উহা যে-কোন মানবকে গ্রাস করিতে পারে। অতএব আমাদের সর্ব্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত এবং স্বীয় ইমান ও আমল দুরস্ত রাখা উচিত। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকেই সর্ব্বদা স্বীয় ইমান ও আমল দুরস্ত রাখিবার তৌফিক দিন—আমীন!

জগৎ আমাদের

প্রেমারচর, ময়মনসিংহে তবলীগ

সদর আঞ্জোমনে আহ্‌দীয়ার মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব জুন মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতা হইতে টুর করিয়া ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত প্রেমারচর গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় গমনের পর বহু লোক জন তাঁহার নিকট আহমদী... বুঝিবার জন্য আসা-যাওয়া করিতে থাকেন এবং খোদার ফজলে অনেক লোক আহমদীয়তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই অবস্থা দেখিয়া বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যে এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং তাহারা 'মোনাজারা' (তর্কযুদ্ধ) করাইবার জন্য মৌলবী তালাস করিতে থাকে। গত বৎসরের মোনাজারার ফলে স্থানীয় কোন মৌলবী অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছিল না এবং স্থানীয় সরদারগণও স্থানীয় মৌলবী সাহেবদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছিলেন না। ইতিমধ্যে "লাউন্দের পীর" নামক জনৈক খ্যাতি-বিশিষ্ট পীর তথায় উপস্থিত হইয়া আহমদিগণকে মোনাজারার জন্য চেলেঞ্জ করেন। ফলে আমাদের মেলানা সাহেব স্থানীয় কতিপয় আহমদী সহ পীর সাহেবের সভায় উপস্থিত হইয়া মোনাজারা আরম্ভ করেন। প্রায় দুই ঘণ্টা মোনাজারার পর স্থানীয় সরদারগণ এই বলিয়া মোনাজারা স্থগিত করিয়া দেন যে, 'পীর সাহেব দ্বারা চলিবে না, অন্য বড় মৌলানা আনাইতে হইবে'। রাত্রিতেই তাহারা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মাদ্রাসার হেড্‌ মৌলবী তাজুল ইসলাম সাহেবকে আনায়। পরদিন প্রাতে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এবং আরো কতিপয় সরদার শান্তি-রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া আমাদের মৌলানা সাহেবকে মোনাজারার জন্য সভা-স্থলে লইয়া যান। উভয়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টা 'মোনাজারা' হইলে পর সভাপতি সাহেব শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দেন। প্রকৃত কথা এই যে, মৌলবী তাজুল-ইসলাম সাহেবের পরাজয়ের ভাব দেখিয়াই তিনি সভা ভঙ্গ করিয়া দেন। অতঃপর স্থানীয় মোখালেকগণ যখন দেখিল যে, ইহাতে লোকের উপর আহমদীয়তের প্রভাব পড়িয়া যাইবে তখন তাহারা রাতারাতি মৌলবী আবদুল মন্নান নামীয় জনৈক পীরজাদাকে আনাইয়া এক তরফা মিটিং করিয়া আহমদীয়তের বিরুদ্ধে ওয়াজ করাইবার বন্দোবস্ত করিল। ইহা শুনিয়া স্থানীয় আহমদীগণ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে এক তরফা গালাগালি করিতে নিষেধ করেন। ফলে পুনঃ মোনাজারা করাই স্থির হয় এবং আমাদের মৌলানা সাহেব কিতাবাদি নিয়া সভায় উপস্থিত হন। অনেক বাদানুবাদের হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যু সম্বন্ধেই 'মোনাজারা' আরম্ভ হয়। বেলা ২ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মোনাজারা হইলে পর পরদিনের জন্য সভা মুলতুবি রাখা হয়।

পরদিন নির্দ্ধারিত সময়-মত আমাদের মৌলানা সাহেব সভায় উপস্থিত হন, কিন্তু প্রতিপক্ষ হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যু সম্বন্ধে আর মোনাজারা করিবে না বলিয়া জিদ ধরে এবং হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) এর দাবী সম্বন্ধে 'বহস' (তর্ক) তুলিতে চায়। আমাদের পক্ষের লোকগণ বলেন যে, হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যু স্বীকার করিয়া নিলে এখনই তাহারা হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) এর দাবী সম্বন্ধে 'বহস' করিতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু একটি বিষয় অমীমাংসিত রাখিয়া অপর বিষয়ের আলোচনা উঠান ঠিক নহে। অধিকন্তু 'হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যু' হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) এর দাবীর আলোচনা পথে প্রথম সোপান স্বরূপ। কেননা হজরত ইসা (আঃ) জীবিত সাব্যস্ত হইলে, আর কোন প্রমাণের আবশ্যক হয় না, এই এক প্রমাণেই তাঁহার দাবী পণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু বিরুদ্ধবাদিগণ এই বিষয়টি অমীমাংসিত রাখিয়াই অন্য বিষয়ের আলোচনা উঠাইতে চায়। এই ভাবে তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে হট্টগোল বাধিয়া যায়। ইহা দেখিয়া মৌলবী তাজুল ইসলাম সাহেব গং মৌলবীগণ পাগড়ী হাতে করিয়া দৌড়াইয়া পাট ক্ষেতের ভিতর দিয়া যাইয়া এক বাড়ীতে আশ্রয় লন।

উক্ত মৌলবী সাহেবদের চলিয়া যাওয়ার পর এক দল লোক আমাদের মৌলানা সাহেবকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হয় এবং লাঠি মারিতে আরম্ভ করে। শত শত লাঠি চলে, কিন্তু খোদার ফজলে আমাদের মৌলানা সাহেব, কিম্বা কোন আহমদীর উপর কোন লাঠি পতিত হয় নাই। আল্লাহ্‌র

অনুগ্রহে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) মোজেজা স্বরূপই যেন আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদিদের মধ্য হইতে কোন কোন লোকও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এইরূপ হেফাজত খোদাতা'লা তাঁহার প্রিয় বান্দাদের জন্য করিয়া থাকেন।

যাহাহউক, এই ভাবে ক্রমাগত ৪ দিন মোনাজারার পর, শত্রুপক্ষের বয়কট সত্ত্বেও, খোদাতা'লার ফজলে, অনেক লোক আসিয়া আহমদীয়ত বুঝিতে চাহিতেছেন এবং পুস্তকাদি চাহিতেছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের আহমদী ভ্রাতাভগ্নিগণের হৃদয়ে বল দেন এবং তাহাদিগকে অদম্য উৎসাহে তবলীগ চালাইবার তৌফিক দেন এবং স্থানীয় লোকগণের হৃদয়কেও সত্যের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেন—আমীন!

সু-সংবাদ

পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা

খোদাতা'লা[illegible] বার আমাদের বাঙ্গালার কতিপয় ভ্রাতা-ভগ্নি ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন। নিম্নে ভ্রাতাভগ্নিগণের নাম এবং যে যে পরীক্ষায় তাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা উল্লেখ করা গেল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁহাদের এই কৃতকার্য্যতা তাঁহাদের নিজেদের জন্য এবং জমাতের জন্য মোবারক করুন—আমীন!

মিসেস সালেহা খাতেন, বগুড়া—আই-এ

* মিঃ মোহাম্মদ আবদুস্ সামী, গাইবান্ধা—এফ-এস্-সি (এগ্রিকাল্‌চার)

মিঃ গোলাম আহমদ খাঁ, চিটাগাং—আই-এ

‡ মৌলবী সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব, মৌলবী-ফাজেল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া—মেট্রিক (In Egnlish)

‡ মিঃ মাহমুদ আবদুল্লাহ খাঁ, নাটোর—মেট্রিক

---

* ইনি ইউ, পি, বোর্ড হইতে পাস করিয়াছেন।

‡ ইঁহারা দুই জনই পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি হইতে পাস করিয়াছেন।

তাহরিক-জদীদের চাঁদা-প্রাপ্ত

১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৯ হইতে ৩১শে মে, ১৯৪০ পর্য্যন্ত

১। মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব, তাতারকান্দি— ৭০৲ (৬ষ্ঠ বর্ষ)

২। " রহীমবক্স মল্লীক সাহেব, বাঁকুরা— ২৲ (৫ম বর্ষ)

৩। " মোহাম্মদ আমীর সাহেব, ডিব্রুঘর—১৲ (৫ম বর্ষ)
২[illegible] (৬ষ্ঠ বর্ষ)

৪। মোসাম্মত মেহেরুন্নেসা বেগম সাহেবা,— ২৲ ([illegible] বর্ষ)
৪৲ (৬ষ্ঠ বর্ষ)

৫। খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী ঢাকা— ৮২॥০ (৫ম বর্ষ)
তদীয় পরিবারবর্গের পক্ষ হইতে—৩৭॥০ "

৬। মৌলবী গোলাম মৌলা খাদিম সাহেব,খড়মপুর—৬৲ (৫মবর্ষ)
৫৸৵০ (৬ষ্ঠ বর্ষ)

৭। হেকীম শাহ্ আবদুল বারী সাহেব, ঢাকা—৬৲ (৬ষ্ঠ বর্ষ)
২।৵০ (২য় বর্ষ)
১॥৵০ (৩য় বর্ষ)

৮। খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব, বগুড়া—
১৩১৲ (৪র্থ বর্ষের বাকী)
১৩১৲ (৫ম বর্ষের বাকী)

৯। মৌলবী গোলাম আহ্মদ খাঁ সাহেব, চট্টগ্রাম—৫৲ (৫মবর্ষ)

১০। " রউফ দাদ খাঁ সাহেব, দেবগ্রাম— ৩৲ (৫ম বর্ষ)

১১। মাষ্টার ছালাউদ্দীন খাঁ, ঢাকা— ৫॥০ (৬ষ্ঠ বর্ষ)

১২। মৃত তাহেরা খাতুনের পক্ষ হইতে মোঃ আবদুর রহমান খাঁ, ঢাকা:—৫॥০ (৫ম বর্ষ)

১৩। মৌলবী ফজলুল করীম সাহেব, পাটুয়াখালী— ৫৲ "

১৪। মুন্সী এসারউদ্দীন আহমদ সাহেব, শ্যামপুর— ।৵৩ (৪র্থ বর্ষের বাকী)

১৫। মৌলবী আবুল ফয়েজ খাঁ চৌধুরী সাহেব, রাজসাহী— ৩৲ (৬ষ্ঠ বর্ষ)

১৬। মাষ্টার আবদুল মোতালেব, সরাইল— ৸০ "

১৭। [illegible]লবী গোলাম ছমদানী খাদেম সাহেব, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া— ৫৲ (৫ম বর্ষ)

তদীয় মৃত পিতার পক্ষ হইতে— ১০৲ (৬ষ্ঠ বর্ষ)

১৮। ” মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব, ঢাকা—৫৲ (১মবর্ষ)
৫৶০ (২য় বর্ষ)
৫।০ (৩য় বর্ষ)
[illegible]/০ (৫ম বর্ষ)

১৯। [illegible] আবুল ক[illegible] নাটোর— [illegible]/০ (৪র্থ [illegible] বর্ষ)

২০। [illegible]সয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম আলী সাহেব, ফুলবাড়[illegible]— ১৮৲ (৬ষ্ঠ বর্ষ)

[illegible] মৌলবী আবদুস সালাম সাহেব, বগুড়া— ২৲ (৫ম বর্ষ)
২৲ (৬ষ্ঠ বর্ষ)

২২। ” আবদুল জব্বর সাহেব, শালগাও— ৫৲ (১ম বর্ষ)
৫।০ (৫ম বর্ষ)

২৩। ” মোসাম্মত আবেদা বেগম সাহেবা, ঢাকা—২৷৷০ (৬ষ্ঠবর্ষ)

২৪। মোসাম্মত মসউদা খাতুন সাহেবা, দেবগ্রাম— ৬[illegible]

২৫। ডাঃ মোহাম্মদ ইউসুফ, সরুগুনা— ১৷৷[illegible]

২৬। মৌঃ আবদুর রাহমান খাঁ, ঢাকা— ১৶[illegible]

২৭। মোসাম্মত উমায়া জমিলা বেগম সাহেবা, খড়ম[illegible]— ৬৲ (৫ম বর্ষ)

২৮। ” আফিয়া খাতুন চৌধুরাণী, তাতারকান্দি— ।০ (৬ষ্ঠ বর্ষ)

২৯। মৌলবী রহীম নওয়াজ খাঁ সাহেব, দেবগ্রাম— ১০৲ (৪র্থ বর্ষ)

দোয়া

ঢাকা আঞ্জামনে আহ্‌মদীয়ার উৎসাহী মেম্বার কাজি আবদুর রসিদ পোষ্ট-মাষ্টার সাহেবের বৃদ্ধা জননী অনেক দিন যাবত রুগ্ন শয্যায় শায়িত। তিনি ঢাকা আহ্‌মদী মেয়েদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম আহ্‌মদী। তাঁহার আরোগ্য ও রুহানী উন্নতির জন্য সকল আহ্‌মদী ভাই-ভগিনীদের নিকট নিবেদন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মাসিক রিপোর্ট

মাহে এহসান বা জুন মাস

১। এই মাসে তবলীগ মোট ৪৪ জনকে করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ২ জন হিন্দু, অবশিষ্ট ৪২ জন গয়ের-আহমদী।

২। এই মাসে ১৩ জন রোগীর তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে তন্মধ্যে ৩ জন আহমদী, অবশিষ্ট ১০ গয়ের-আহমদী।

৩। এই মাসে ১১ জনকে নামাজের জন্য তাকিদ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩ জন আহমদী, অবশিষ্ট ৮ জন গয়ের-আহমদী।

৪। এই মাসে [illegible] জন বিধবার খবর-গিরী করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সমস্তই গয়ের-আহমদী।

৫। এই মাসে ২৪ জন লোকের অতিথি-সেবা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১ জন আহমদী, [illegible]৩ জন গয়ের-আহমদী

৬। এই মাসে সুর্য্যকান্দি [illegible]জল-মগ্ন শিশুকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনা হইয়াছে।

৭। এই মাসে ৭ জন লোকের সমাধি কার্য্য সমাধা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪ জন গয়ের-আহমদী, অবশিষ্ট ৩ জন আহমদী।

৮। এই মাসে খোদ্দামোল-আহমদীয়ার মেম্বারগণ ‘কিস্‌তীয়ে-নূহ’ উর্দ্দু-কী-ছছরী কিতাব ও ‘তাকরারাইন’ গ্রন্থ ত্রয় পাঠ করিতেছে।

খাকছার—

মোহাম্মদ ইছহাক লস্কর

কায়েদ, মজলিসে খোদ্দামুল-আহমদীয়া, ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া

ব্যক্তিগত পাঠাগার
আহমদ তৌফিক চৌধুরী